দৈনিক ইনকাব

২৮

তারিখ ... SEP 16 1999 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ঘুষ ও পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ করা সম্ভব

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

বিগত জীবনে সরকারী কলেজের অধ্যাপক হিসাবে দেখেছি কি সরকারী কলেজ, কি বেসরকারী কলেজ—সর্বত্র পরীক্ষার সময় নকলের মহোৎসব। এই মহোৎসবে শুধু পরীক্ষার্থীই নয়, তাদের বন্ধু-বান্ধব, অভিভাবকবৃন্দ, এমনকি কিছু শিক্ষকও (তথাকথিত অত্যন্ত জনপ্রিয় শিক্ষক) এই মহোৎসবে যোগ দিয়ে জনসেবার আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। সারাজীবন নকলের বিরোধিতা করতে গিয়ে নিজেকে অসহায় বোধ করেছি। মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষক ছাড়া আর কাউকে পাশে পাইনি। একসময় মেহেরপুর সরকারী কলেজে বদলী হয়ে নকলের বিরোধিতা করার জন্য অধ্যক্ষ সাহেবের রোষানলে পড়েছিলাম আমি নিজে ও বন্ধুবর প্রফেসর আবু তালেব, আবুল কাশেম এবং ওমরুল হুদা। পরবর্তী সময়ে আমি চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজে বদলী হয়ে এসে যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান, কনট্রোলার ও চুয়াডাঙ্গার ডিসি সাহেবের নিকট গোপনে চিঠি দেবার ফলে একটা নিয়ম চালু হয়েছে যে ইংরেজী বিষয়ের পরীক্ষার দিন কোন ইংরেজীর অধ্যাপক পরীক্ষা কক্ষে পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

সরকারী চাকুরী শেষে এলপিআর অবস্থায় ঢাকা মহানগরীর সেন্ট্রাল রোডে আইডিয়াল কলেজে এসে দেখলাম শিক্ষকরা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে নকল প্রতিরোধ করা মোটেই কঠিন নয়। এই কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সাহেবের নকল প্রতিরোধের জন্য ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এখানে সিভিল প্রশাসনের কোনরূপ সাহায্য ছাড়াই শিক্ষকরা পরীক্ষায় নকল সম্পূর্ণরূপে দমন করতে সক্ষম হয়েছেন। এটাই দেখলাম। অথচ বলা হয় এটা একটা জাতীয় সমস্যা।

ঘুষের ব্যাপারেও আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছি ঃ যশোর বোর্ডের একটা চেক চুয়াডাঙ্গা কলেজ থেকে redirected হয়ে ঢাকায় আসে। আমার বাড়ীওয়ালা আমার নাম না জানায় সেটা যশোর বোর্ডে ফিরে যায়। সঙ্গত কারণেই আমি এই চেকটি উদ্ধার বিষয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। কারণ ১৯৮৫ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার একটা চেক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের despatch section থেকেই হারিয়ে যায়। সেটা অনেকদিন ধরে চেষ্টা করে এমনকি ব্যাংকের non payment certificate জমা দিয়েও উদ্ধার করতে পারিনি।

যা হোক, কয়েকমাস পরে একদিন আমি যশোর শিক্ষাবোর্ডের চেকটি উদ্ধারের জন্য গেলাম। সরাসরি চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট পরিচয় দিয়ে বললাম, স্যার আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে ঐ চেকটি উদ্ধারের জন্য আমাকে সাহায্য করেন তবেই আমি বসবো। অন্যথায় আমি চুয়াডাঙ্গা ফিরে যাবো। কারণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অফিসে একটা হারানো চেক reissne করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টার আমার একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। এই বোর্ড অফিসেও আমার ছেলের Provisional certificate উঠানোর সময় আর একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেদিন তৎকালীন Controller জনাব আলম সাহেবের পুনঃপুনঃ তাগিদ সত্ত্বেও সেটা বের করতে আমার সময় লেগেছিল সকাল ১০-৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫-১৯ মিঃ পর্যন্ত। অতঃপর চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে বসালেন এবং Accounts-এর এক ভদ্রলোককে ডেকে আমাকে তার সঙ্গে cheque section -এ পাঠিয়ে দিলেন। এই চেকটি পেতে আমার সময় লেগেছিল মাত্র ৩৩ মিনিট।

সেদিন চেয়ারম্যান সাহেবের প্রতি আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। মনে মনে বললাম পরওয়ারদিগার বাংলাদেশের প্রতিটা অফিসে এই চরিত্রের কর্মকর্তার সংখ্যা বাড়িয়ে দিন যাতে এদেশের জনগণ সত্যিকার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। এর পূর্বে লক্ষ্য করতাম যশোর বোর্ডের কেরানীদের কাছে কোন কাজের জন্য গেলে তারা কেন যেন ঘুষ চাইতেও পারতো না, আবার কাজও করতো না, অযথা দেরী করতো। সকলের চোখে-মুখে তখন কেমন যেন একটা চাহনি দেখতাম। কিন্তু বর্তমান চেয়ারম্যান প্রঃ মজিবর রহমান ভুইয়া সাহেব যশোর বোর্ডে আসার পর সবাই যেন পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। কোনরূপ কপটতা না করে সবাই নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্যই বসে আছেন এটাও দেখলাম। যশোর শিক্ষাবোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রঃ মজিবুর রহমান সাহেব ও আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আব্দুস সালাম সাহেবের প্রশাসন দেখে আমার মনে হয়েছে যে, অফিসের প্রধান ব্যক্তি যদি সৎ ও নিষ্ঠাবান হন তবে তার অধঃস্তন কর্মকর্তা বা কর্মচারীবৃন্দও সৎ ও নিষ্ঠাবান না হয়ে পারেন না।